# প্রবন্ধ-কুসুমাবলী।

শ্রীঈশানচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

"বিসৃজ্য সূর্পবদ্দোষান্
গুণান্ গৃহ্ণন্তি সাধবঃ।"

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৮ সাল।

# প্রণয়োপহার।



প্রেমাস্পদপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র বসু, বিএ,

হৃদয়-বান্ধবেষু।

প্রিয়তম!

যাহার বিরহে বহুলোকাকীর্ণ জনপদও প্রাণী-শূন্য-মরু-মূর্ত্তি ধারণ করে—যাহার মিলনে সমস্ত জগৎ আনন্দে প্লাবিত হয়, সেই বন্ধুর কর-কমলে এই "প্রবন্ধ-কুসুমাবলী" উপহার প্রদত্ত হইল। এই অকিঞ্চিৎকর পুস্তক খানি যে তোমার স্নেহের ভাজন হইবে, তদ্বিষয়ে আমার অণুমাত্র সঙ্কোচ নাই। নিতান্ত সৌন্দর্য্য-হীনতা সত্ত্বেও তুমি প্রথমাবধি ইহার প্রতি যে অকৃত্রিম আদর প্রকাশ এবং ইহার নিমিত্ত যে বিপুল কষ্ট স্বীকার করিয়াছ, তাহা মনে হইলে হৃদয় প্রণয়ে উদ্বেল হইয়া উঠে। এই ক্ষুদ্র উপহার তোমার পবিত্র প্রণয়ের যথাযোগ্য উপহার বিবেচনা করিও না; তবে আমার যাহা ছিল তাহা তোমাকে দিয়া আমি সুখী হইলাম, এই মাত্র।

অভেদাত্মা,

শ্রীঈশানচন্দ্র দত্ত।

# বিজ্ঞাপন।



কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য রচনা করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। কাব্যরচনা বিষয়ে এই আমার প্রথমোদ্যম; সুতরাং ইহা যে বিজ্ঞসমাজের মনোরঞ্জন করিবে তাহার কিছুমাত্র আশা করি না। যাহা হউক, উদার-স্বভাব পাঠকবৃন্দ ইহার প্রতি একবার মাত্র সকৃপ কটাক্ষপাত করিলেই সকল পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

এতদ্‌গ্রন্থের "শুকপক্ষিচ্ছলে পরাধীনের বিলাপ" ও "তত্ত্বজ্ঞান" প্রবন্ধদ্বয় কিয়ৎ বৎসর পূর্ব্বে সোমপ্রকাশ ও এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল; এবারে তদুভয়ের কলেবর স্থানে স্থানে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইল।

পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে আমার পরম ভক্তিভাজন, অসামান্য-কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন, হাইকোর্টের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় পরিশ্রম স্বীকারে এই সামান্য পুস্তকখানি আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন; এবং আমার পরম মিত্র শ্রীযুক্ত বাবু

গিরিশচন্দ্র বসু, বিএ, ইহার সংশোধনে বিষয়ে সবিশেষ আনুকুল্য করিয়াছেন; আমি তদর্থ তাঁহাদের সমীপে চির-অপরিশোধ্য ঋণে বদ্ধ থাকিব।

নবগ্রাম।
১৭৯৩ শকাব্দাঃ।
১লা শ্রাবণ।

শ্রীঈশানচন্দ্র দত্ত।

# প্রবন্ধ-কুসুমাবলী।

নমো ব্রহ্ম নিরাধার, জগতের মূলাধার,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ধাতা।
অনাদি অনন্ত-জ্ঞান, ঈশ সর্ব্ব-শক্তিমান,
শিবরূপী জীব-শিব-দাতা॥
শশী, সূর্য্য, নক্ষত্র, আকাশ, চরাচর,
বিন্দু মাত্র নহে তব জ্ঞানে অগোচর॥
সৎ-স্বরূপ সনাতন, নিরাময় নিরঞ্জন,
সত্ত্ব রজস্তমো গুণাতীত।
দেশে কালে সীমা শূন্য, কিবা পাপ কিবা পুণ্য,
পূর্ণ-ব্রহ্ম তব নিয়মিত!
এ বিশ্বে তোমার খেলা হয় সমুদয়,
নির্লেপ অভেদ্য রূপে তুমি সর্ব্বময়॥
জ্ঞানে ধরিবারে নারে, বাক্য কি বর্ণিতে পারে,
মানবের মনে কত বল?
বেদে তুমি বেদ্য নও, কারণ-স্বরূপ হও,
নাহি তব উপমার স্থল॥
কে শিখাবে তব ধ্যান যাব কার কাছে?
এ জগতে হেন গুরু কে কোথায় আছে?

ভ্রান্তি বশে জীবগণে, কল্পনা করিয়া মনে,
চারু মূর্ত্তি করি বিনির্ম্মিত।
ফুল জল উপহারে, পূজাদি অর্পয়ে তারে,
মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র-নিয়োজিত॥
ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি তব ইচ্ছায় বিয়োগ,
তুমি কি হে অভিলষ পার্থিব সম্ভোগ ?
অন্ধ হয়ে কেহ নরে, মনে অনুমান করে,
তুমি ঈশ নর-রূপ-ধারী।
লোকের নিস্তার হেতু, সংসার-সাগরে সেতু,
হর পাপ দিয়া নদ-বারি॥
ঘোর কলুষিত হেরি মনুজ-হৃদয়,
তুমি কি হে অবতীর্ণ হইয়া সদয় ?
এই রূপে জীব যত, ভাবে অন্য ভাব কত,
অশক্ত হইয়া ব্রহ্ম-ভাবে।
লোকালয় ত্যজি কেহ, কাননে মানিয়া গেহ,
নাশে দেহ যোগের প্রভাবে॥
জল স্থল শূন্যে যদি তুমি সর্ব্ব ঠাঁই,
ত্যজি নিকেতনে তবে বনে কেন যাই ?
তর্কের লহরী ধরি, তোমা লাভ বাঞ্ছা করি,
সার হয় কেবল সংশয়।
তর্কের কি আছে শক্তি, লভিতে অনন্ত-শক্তি,
ক্ষুদ্র মনঃ যাহার নিলয় ?
আত্মা ত্যজি যথা যাই সর্ব্বত্র নৈরাশ,
কেবল আত্মায় তব কিঞ্চিত্ আভাস॥

ধন্য সেই নরোত্তম, যার জ্ঞান অতিক্রম,
কোন ক্রমে করে না আত্মায়।
হয়ে আত্ম-যোগে যোগী, প্রেমের সম্ভোগ ভোগি,
সেই মাত্র জীবন কাটায়॥
বজ্রের ভীষণ নাদে হৃদয় অটল,
প্রেমিকের আঁখি সদা প্রেমে ছল ছল॥
নিশির শিশিরে তাঁর, বহে প্রেম-অশ্রুধার,
সূর্য্য সহ প্রেম দীপ্তিমান।
কুজিলে বিহঙ্গকুল, হৃদয়-সাগর-কূল,
উচ্ছলয় প্রেমের তুফান॥
উষা সহ ভূষা-ময় প্রেমের শরীর,
অন্ধকার সহ গত অজ্ঞান-তিমির॥
তোমারে উদ্দেশ্য করি, বাহেন জীবন-তরি,
জ্ঞান-দেবে বরি কর্ণধার।
পাপীর ভয়ের স্থান, নাহি যার পরিমাণ,
সে ভব-সাগরে পান পার॥
উপনীত হন গিয়া সেই দিব্য লোকে,
সদা যথা প্রভান্বিত প্রেমের আলোকে॥
আমি নিজে ক্ষুদ্র-মতি, সহজে অজ্ঞান অতি,
রতি-হীন ওহে বিশ্ব-পতি!
পতিত-পাবন হায়! পতিত বিষম দায়,
গতি দেহ অগতির গতি!
সূর্য্য-রূপে উদি দেব মানস-গগনে,
ফুটাও ভক্তির পদ্ম জ্ঞানের জীবনে॥

ভূত-ময় ঘর দ্বার, ভূতাগত পরিবার,
ভূতের বেগার খেটে মরি।
ভূত, বর্ত্তমান, ভাবী, ভূতের ভাবনা ভাবি,
ভূত-সঙ্গে সদা কাল হরি॥
এক ভূতে রক্ষা নাই এত ভূত-মেলা,
বিষম প্রপঞ্চ পঞ্চ-ভূতে করে খেলা!
সংসারে স্বপক্ষ যারা, বিপক্ষ হয়েছে তারা,
ক্ষীণ হেরি প্রকাশে বিক্রম।
নাই মম বল মূলে, পাই ভয় অরি-কুলে,
তাই ডাকি ওহে শত্রু-দম।
দুর্ব্বলের বল মম হর ভব-ভয়!
নিজ বল দিয়া কর শত্রু-বল ক্ষয়॥
ভোগে ভোগিলাম কত, অধর্ম্মের ভোগ যত,
অবিরত জর্জ্জরিত প্রাণ।
আর নাই সে বাসনা, এ দীনে করুণা-কণা,
করুণা-নিদান, কর দান!
না চাই জীবন দীর্ঘ, নাহি আকিঞ্চন
পার্থিব গৌরব সব ধন পরিজন॥
জড়িত সংসার-জালে, গ্রাসিতে আসিলে কালে,
যেন তারে নাহি হয় ভয়।
বিষয়ের কলরবে, যেন নাহি পরাভবে,
ক্ষুদ্রতম আমার হৃদয়॥
যে পদ প্রসাদে মর অমরতা পায়,
জীবনে মরণে যেন মজি সেই পায়!

# কবিতা সুন্দরী।



কবিতা সুন্দরি, নমস্কার করি,
তোমার চরণ-তলে!
অদেহে জনম, তাই অনুপম
রূপসী তোমায় বলে॥
রাগ-অস্থি-ময়, তব তনু হয়,
ভাব-ত্বকে আবরিত।
রসে ঢল ঢল, বদন-কমল,
গুণ-হাস্য-প্রকটিত॥
তোমার যে বেশ, বর্ণিতে অশেষ,
শেষ বিশেষিতে নারে।
সেই জন জানে, কৃপা-সুধাদানে,
অমর করেছ যারে॥
যত ছন্দোবৃন্দে, চরণারবিন্দে,
সাজে কি মোহন সাজে!
সব অলঙ্কার, বরাঙ্গে তোমার,
অলঙ্কার হয়ে রাজে॥
রাজেন্দ্রাণী-গলে, কিবা ছার জ্বলে
মণি মুকুতার পাঁতি?
ও দেহে যেমন, হয় সুশোভন,
মোহন রূপক-ভাতি!
না পাই উপমা, যবে মালোপমা,
মালা-রূপে হৃদে ধর।

হই ভ্রান্তি-মান, যদি ভ্রান্তি-মান
অলঙ্কার অঙ্গে পর ॥
সকলি বিচিত্র, ও দেহে সুচিত্র,
করে চিত্র-অলঙ্কারে ।
শোভার নিলয়, অনু-প্রাসচয়,
সুসজ্জা করে তোমারে ॥
যবে মৃদুস্বরে, ও অধরে সরে,
করুণা-পূরিত বাণী ।
কি আছে জগতে, তার তুল্য হতে ?
কাঁদাও সকল প্রাণী ॥
যবে ঘোর রবে, প্রকৃত গৌরবে,
উৎসাহিত কর নরে ।
ভীরুরো হৃদয়, উঠে সে সময়,
বীণা-তার যথা করে ॥
যখন গম্ভীরে, গাও ধীরে ধীরে,
বিভুর মহিমা গান ।
পুণ্যবান সবে, ভাসে প্রেমার্ণবে,
চমকে পাপীর প্রাণ ॥
তোমারে সকলে, কবি-সুতা বলে,
কিন্তু আমি বলি আর ।
বিধির নন্দিনী, ত্রিদিব বাসিনী,
তপস্যার ফল সার ॥
করি কষ্ট-ভোগ, ধরি চিন্তা-যোগ,
কবি উদাসীন-ভাবে ।

ত্যজিয়া সংসার, মজি অনিবার,
তোমার চরণ ভাবে॥
অগ্রে মৃদুহাসি, দেখা দেন আসি,
তব শক্তি সে কল্পনা।
দেন দিব্য আঁখি, আর থাকে বাকি,
মনের বৃথা জল্পনা?
বীত পাপচয়, সুকৃতি উদয়,
উপনীতা হও শেষে।
বরদান-ছলে, হৃদয়-কমলে,
অভয়া বরদা-বেশে॥
বহু পুণ্য-ফলে, ও তপস্যা ফলে,
তাই মা ভাবিয়া ক্ষীণ।
নাই ভক্তি-যোগ, পাই কষ্ট-ভোগ,
সহজে সাধন-হীন॥
ভরসা কেবল, মানস অবল,
দীনতা প্রবল আছে।
তুমি, দয়াশীলে, বিমুখী হইলে,
কলঙ্ক ঘটিবে পাছে!

---

# কাল।



(১)

অনন্ত শকতি তব অপার মহিমা,
সংসারে তোমার দেব "কাল" অভিধান!
ক্ষুদ্রতম নর কিবা দিবে তব সীমা?
ভাবিলে পরাস্ত হয় অমরের জ্ঞান!

( ২ )

তোমাতে করিয়া জীব জনম-গ্রহণ,
দণ্ড, পল, বর্ষাদিতে বিভাগি তোমারে,
সুখে দুঃখে তোমাতেই করি বিচরণ,
তোমাতেই লীন হয় ত্যজিয়া সংসারে।

( ৩ )

উন্নত-শি[illegible] গিরি, অতল সাগর,
অন্ধখনি—মণি যথা জ্বলে অবিরত—
সূর্য্যের আতপ-শূন্য কুঞ্জ মনোহর,
সর্ব্বস্থলে তব হস্ত হয় অব্যাহত।

( ৪ )

রাশি-চক্র,—যেই পথে ভাস্করের গতি—
বোধাতীত শূন্যে যথা ভ্রমে গ্রহগণ,
কিবা প্রদক্ষিণ যথা করে রাকা-পতি,
সর্ব্বত্র তোমার, দেব, সমান শাসন!

( ৫ )

তুমিই—কুসুমাবলী ( বিপিনের শোভা )
ফুটাও—বসন্ত-রূপে প্রবেশি কাননে,—
প্রেমীর প্রধান মধুকর-মনোলোভা,
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যার ধরে না নয়নে ;—

( ৬ )

বহিতে সৌরভ তার কানন ব্যাপিয়া,
আনিয়া নিযুক্ত কর সুমন্দ বাতাসে ;
তুমিই বিনাশ তারে নিদাঘ হইয়া,
কোথা রূপ, পরিমল তোমার হুতাশে !

( ৭ )

আশার তরিতে তুলি দিয়া প্রলোভন,
তুমিই বান্ধহ জীবে মমতা-শৃঙ্খলে,
স্বপ্ন-বৎ কিছু সুখ করি বিতরণ,
ডুবাও শোকের, হায়, তল-শূন্য জলে !

( ৮ )

কিবা রাজা,—'চক্রবর্ত্তী' যাহার আখ্যান,
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যার কাঁপে বসুন্ধরা,
বীরত্বে দ্বিতীয় নাই লভিতে সম্মান,
ধরাখান যার চক্ষে ক্ষুদ্র যথা শরা ;—

( ৯ )

কিবা দীন হীন,—অন্ধ যুগলনয়ন,
ললিত গাত্রের মাংস পলিত চিকুর,
প্রতিবেশী-দ্বারে বসি করে উচ্চারণ,
"দীনে দয়া কর পিতঃ হৈওনা নিষ্ঠুর" ;—

( ১০ )

কিবা বিদ্যাবন্ত,—কবি-কুল-শিরোমণি,
বিদ্যাবলে সমগ্র ভুবন কর-তল,
অসমা অক্ষয়া কীর্ত্তি ব্যাপিল অবনী,
বাণী-বর-পুত্র ঘোষে মানব সকল;—

( ১১ )

কিবা মূঢ়,—হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান মাত্র নাই,
দেখিলে লোকের হয় ঘৃণার সঞ্চার;
তোমার নিকটে কারো থাকেনা বড়াই,
সমভাবে নমে রাজ-চরণে তোমার!

( ১২ )

তুমি না বরিয়াছিলে "আলেক্জণ্ডারে"
ভুবন-বিজয়-কর "গ্রীস" সিংহাসনে,
অক্ষয় বীরত্ব যেই লভিল সংসারে,
যার নামে শত্রু-দল হত-বল রণে?

( ১৩ )

দুর্জ্জয় "সীজর" যার বিক্রম অটল,
করেছিল্ "রোমে" যেই একৈব প্রধান,
কোথা আজি সেই সব বীর মহাবল?
কালির অক্ষরে মাত্র রয়েছে নিশান!

( ১৪ )

আনিলে হে রঙ্গ ভুমে "বোনাপার্টী" বীরে,
দেখাইল কত মত করি অভিনয়;
বলেছিল সেই বীর জলদ-গম্ভীরে,
"'অসম্ভব' শব্দ ফরাসীর শব্দ নয়"!

(১৫)

তারি ভ্রাতৃ-পুত্র বীর অদ্ভুত ধীমান্,
সাক্ষ্য দেয় কীর্ত্তি যার নানা জন-পদে,
সর্ব্ব-লোক-শ্রেষ্ঠ বলি যাহার সম্মান,
তার শিরঃ কেন আজি "প্রুশীয়ার" পদে?

(১৬)

কোথায় ভরত রাজা দুষ্মন্ত-তনয়?
ভারতাখ্যা যার হতে খ্যাত চরাচরে,
বিদ্যা বুদ্ধি কবিতার অতুল নিলয়,—
রেখেছিল নাম কি হে বিদেশীর তরে?

(১৭)

ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান,
পঞ্চ ভাই অদ্বিতীয় এক এক জন,
সর্ব্বথা ধর্ম্মের যারা রাখিল সম্মান,
তারাও হলো না তব স্নেহের ভাজন?

(১৮)

ওই যে "ইংলণ্ড" ভাসে জলের উপরে,
পৃথিবীর মধ্যে এবে উন্নত প্রদেশ,
ভারতের আধিপত্য ন্যস্ত যার করে,
গম্ভীর ভাবেতে অন্যে দেয় উপদেশ;—

(১৯)

তব অনুগ্রহে, কাল, তার পুত্রগণ!
অন্য লোকেদের প্রতি গৌরবে না চান,
জানি হে জানি হে কাল পূর্ব্ব বিবরণ!
ওরা না একদা ছিল অসভ্য-প্রধান?

( ২০ )

ভারতীর বর-পুত্র কবীন্দ্র-প্রধান,
কাব্য-সুধা পানে যার জগত্ মোহিত,
নিদয়শরীর কাল, পাষাণ-সমান!
তীক্ষ্ণ দন্তে তারে তুমি করেছ চর্ব্বিত!

( ২১ )

কবি-পিতা বাল্মীকি, শ্রীহর্ষ, ভবভূতি,
প্লেটো, মীল্‌টন, পোপ, নিউটন্ আদি,
তোমার জঠরানলে দিয়াছ আহুতি,
বড় সুখে তুমি, কাল, বড় প্রতিবাদী!

( ২২ )

বুঝেছি বুঝেছি, কাল, করি নমস্কার!
তব রঙ্গ-ভূমি দেব! এ সংসার হয়,
জীব-কুল আসে যার যবে হয় বার,
চলে যায় সাঙ্গ করি নিজ অভিনয়!

---

## স্বভাব।

ইচ্ছামাত্রে ইচ্ছাময় অনাদি ঈশ্বর
সৃজিলেন বিশ্বে করি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর;
উপরে জ্যোতিষ্ক-পূর্ণ সুনীল গগন,
নিম্নে ভূমি, জল, গিরি, বন, উপবন।
যে দিকে যখন চাও মনোজ্ঞ সকল,
ভাবে মুগ্ধ ভাবুকের নয়ন যুগল।—

তুঙ্গ-শৃঙ্গ গিরি, দেহ নীহারে আবৃত,
সুন্দর কন্দর কত, সদা সুশোভিত,
সমুন্নত, কুসুমিত, বিটপী-মালায়;
ঝর্ঝরে নির্ঝর-বারি, পরাভব পায়
রজতের কান্তি যাহে—যার দরশনে
ঝরে প্রেম-উৎস-নীর সাধকের মনে!
কোথা সমতল কোথা বন্ধুর প্রদেশ।
রঞ্জিত উপল-দেহ; নিবারে দিনেশ-
প্রখর-কিরণ-মালা নিবিড় পল্লব
বৃক্ষের উপর হতে,—হয় অনুভব,
বিরাম লভেন আসি অমর সকলে,
ধরেছে পাদপকুল ছত্র পত্র-ছলে!
তড়িৎ-লোচনা মৃগী, লোচন-ভঙ্গিমা
করি তোষে মৃগবরে, প্রেমের গরিমা
বাড়াইছে, আশে পাশে শাবক সকল
লম্ফে লম্ফে বেড়াইছে হইয়া চঞ্চল।
অদ্ভুত প্রপাতে কোথা নির্ঝর-সলিল,
ভীষণ নির্ঘোষে করে সুদূর ফেনিল;
তারাকার জল-বিন্দু ছুটে অবিরাম,
উগরে পৃথিবী যেন মুকুতার দাম!
মঞ্জু কুঞ্জবন কত শোভার নিদান!
লতায় রচিত গৃহ; মৃদু-বহমান
গন্ধ-বহ, বৃক্ষকুল নবীন পল্লবে—
আধ আধ মিষ্ট বাক্যে যেমন শৈশবে

কাঁপে ওষ্ঠ,—দোলাইছে; শ্যামল শাদ্বল
শোভিত করেছে চারু কাননের তল;
কিবা ছার রাজ-শয্যা তাহার তুলনে?
দৃষ্টিমাত্র দর্শকের ভুলায় নয়নে
নয়ন-রঞ্জন ফুলাবলী; গুণ গুণ
রবেতে দ্বিরেফ গায় প্রকৃতির গুণ;
মানব-দুর্ল্লভ মধু পানে অঙ্গফুলে,
মনের আনন্দে ভ্রমে এফুলে ও ফুলে।
শাখারূপ বাহুতে সংযুক্ত তরুগণ,
প্রেম ভরে পরস্পরে দেয় আলিঙ্গন।
শাখী পরে পাখী করে মধুর কাকলী,
জুড়ায় তাপিত প্রাণ, মুগ্ধা বনস্থলী
সে স্বরে; কি ছার বীণে! তোমার স্বননে
কর বিগলিত-চিত্ত সামাজিকগণে?
ফল-ভরে নমিত পাদপ-বর-শির,
বিনয়-বিনম্র যথা মহৎ স্থবির।
হিংসানলে দগ্ধ হেরি মনুজ-সমাজে,
পশেছেন শান্তি দেবী উপবন মাঝে
সুখ সহ! আরক্ত বসন অঙ্গে পরা
তপন-জ্ঞাপনী ঊষা সুস্মিত-অধরা
ধীরে ধীরে দিলে দেখা পূর্ব্ব অনম্বরে,
নিদ্রাত্যজি দ্বিজকুল, মনোহর স্বরে
(স্তাবক রাজ্ঞীর যথা সুরচিত দ্বারে)
প্রকৃতির স্তব গায়, যেন অশ্রুধারে,

আদ্রে মহী বন-স্থলী সে বন্দন গানে।
উছলে অরুণ-ছটা অমল বিতানে।
সোণার নিকুঞ্জ যেন নব রবি-করে,
মন্দানিলে কাঁপি কাঁপি ঝক্ মক্ করে!
ভক্ষ্য অন্বেষণে সব ত্যজিয়া কুলায়
ধায় দ্বিজ-কুল যবে, নয়ন ভুলায়
আন্দোলিয়া পক্ষ-পুট রবির কিরণে,
তুলে যেন চন্দ্রাতপ বিবিধ বরণে।
ঝাঁকে ঝাঁকে মধু-মক্ষি ত্যজে মধু-ক্রমে,
'ভোঁ ভোঁ' রবে বিমোহিয়া মাতে পরিশ্রমে।
ছোট ছোট পাখী সব শাখীবর-তলে,
বালকের মত ক্রীড়া করে কুতূহলে।

ভানুর কিরণ-মালা হয় তপ্ততর
ক্রমে, যত মনোরম পক্ষী জল-চর
সন্তরণ দেয় সুখে দর্পণ-প্রতিম
সরসীর স্বচ্ছ নীরে; আনন্দ অসীম
মধু-করে (যথা যবে করে দরশন,—
কল্পতরু নৃপজায়া করে বিতরণ
অমূল রতন-বৃন্দ,—ভিক্ষুকের কুল,
ভুলি বর্ত্তমান দুঃখে আহ্লাদে আকুল)
হেরি ভানু-প্রণয়িনী (কুসুম-ঈশ্বরী)
বিতরেন মধু-সুধা; আহ্লাদে, আ মরি!
ধরে না সরলা হাসি অমল বদনে,
আমোদে বিহ্বলা বুঝি কান্তের মিলনে!

আরো নানা জল-ফুল ফুটে চারি পাশে,
রাণীর আনন্দে যেন সখীকুল হাসে;
অথবা তারকা মালা মনোজ্ঞ অম্বরে,
যবে সে পূর্ণিমা নিজ পূর্ণ রূপ ধরে।

বাড়ে স্বভাবের শোভা, যবে দূর হতে
মৃদুল গমনে—হেরি পশ্চিম পর্ব্বতে
দিননাথে—দেখা দেয় সন্ধ্যাদেবী—পরা
সীমন্তে সিন্দূর-বিন্দু চারু, নীলাম্বরা,—
সঙ্গে লয়ে সহচর সুমন্দ বাতাসে ;
দিগঙ্গনা নমে পদে পশ্চিম আকাশে।
দিবাকর করজালে হয়ে দগ্ধকায়
জীবকুল, সহজেই শীতলতা চায়
ব্যগ্রমনে, অমনি সে আশা সফলিত,
না থাকে আনন্দে ওর, সবে আহ্লাদিত।
কলরবে দিগন্ত পূরিয়া পক্ষিগণ,
আপন আবাস তরু করে অন্বেষণ।
বিষয়ের কোলাহল স্তিমিত, বিহারে
ব্যস্তমনা জীবগণ ; নিঃশব্দ সঞ্চারে
সমাগত অন্ধকার, হীরক-উজ্জ্বল
সমুদিত সুশোভিত নক্ষত্র সকল,
কৃষ্ণ চন্দ্রাতপ যথা খচিত রতনে।
সমুদিত ইন্দু, সুধা-বিন্দু প্রতিক্ষণে
ক্ষরিছে, বিগত-তৃষ্ণ হয়ে চক্রবাক
ডাকিছে, মিশিছে তাহে আরো কত ডাক।

'পিউ' 'পিউ' 'পিউ' রবে পাপেয়া সকল,
পূরিল পূরিল নীল অম্বরের তল!
কলকণ্ঠ-কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠিত করে
প্রাণ, গায় কত ক্ষুদ্র বিহঙ্গী নিকরে।
'ঝিঁ' 'ঝিঁ' স্বরে শব্দ করে 'ঝিঁ ঝিঁ' পোকা নাম,
কি অদ্ভুত রব তার জিনে সপ্তগ্রাম!
কে শিখায়ে দিল তান বন-বিহঙ্গীরে?
কে দিল এমন তেজ কীটের শরীরে?
কে রচিল উপবনে গৃহ মনোরম?
নব দূর্ব্বাদলে দিল রূপ অনুপম?
বালুকা—কণায় যাঁর মহিমা অপার,
এরা সব তাঁরি সত্তা করিছে প্রচার!

সরসীর বাড়ে শোভা হলে সমুদিত
শশাঙ্ক, কহ্লার কুমুদিনী প্রফুল্লিত
হইয়া কৌতুক করে কৌমুদীর সহ;
কাঁপায় বিমল নীর ধীরে মন্দবহ
সমীরণ, তার সহ হরিয়া নয়ন,
দুলিছে সুনীল নভঃ, তারা অগণন,
ভুবন-শোভন শশী, ( সুধার আধার )
ভাবিনীর হৃদে যথা ভাবের সঞ্চার।
নিশি দিনে জগতের যেই দিকে চাই,
প্রেমেতে মোহিত হই সংসারে না চাই

গভীর জলধি অতি ভীষণ প্রতাপে
গর্জ্জে, যবে নভস্বান্ আসি বীর-দাপে

দেয় দেখা, উপাড়িয়া দীর্ঘ তরুবরে—
(পান্থের আশ্রয়-স্থান, যারে প্রেমাদরে
বরণ করিয়াছিল ব্রততী সুন্দরী,—
সতীর প্রেমের ভাব চমৎকার মরি !
মৃতপতি তবু তারে ত্যাগ না করিবে,
গল দেশে বেড়ি নিজ জীবন ত্যজিবে!)—
ধূলায় আচ্ছন্নতর করি ভানুমান্,
নিরন্তর মহাবলে করি 'স্বান্' 'স্বান্' ;—
ভ্রূভঙ্গে উত্তুঙ্গতম তরঙ্গ প্রহারে,
সন্ত্রাসিত বিচলিত করে বসুধারে ;
রুদ্র যথা রৌদ্ররসে মাতিয়া, উদ্ধত
করিতে প্রলয়, হত-বুদ্ধি জীব যত।
রাশি রাশি উঠে ফেণা তরঙ্গের মুখে,
বেলায় উল্লঙ্ঘি পড়ে ধরণীর বুকে।
আরে রে নাস্তিক চক্ষুঃ! কর দরশন
লঘু দেহে কত বল ! তবুও কি নন
প্রত্যক্ষ ও চক্ষে সেই কারণ-স্বরূপ ?
না জানি ও বিশ্বাস কিরূপ অপরূপ !
পুনঃ কিবা নব ভাব ধরিয়াছ তুমি
জলধি ! গর্জনে আর কাঁপেনাক ভূমি ;
ভীষণ তরঙ্গ তিরোহিত, শান্ত ভাবে
বহিছ ; মানবকুল বিজ্ঞান প্রভাবে
তোমার হৃদয় বাহি গিয়া নানা দেশ,
সাধিতেছে সংসারের সমৃদ্ধি অশেষ।

গিরি-সুতা নদী তব প্রেম আকিঞ্চনে,—
অবহেলি অবরোধে, দুর্গম কাননে
তুচ্ছ করি, অতিক্রমি নানা জন-পদে,—
আনন্দে অধীরা হয়ে পড়ে তব পদে।
সুচিত্র, সিকতাময় সুন্দর পুলিন
তোমার, কোথা সে চিত্র-কর সুপ্রবীণ ?—
দয়া করি জলনিধি দাও উপদেশ,
অধীর আমার মন যাইতে সে দেশ।
জগতের চক্ষুঃ তুমি ওহে দিনকর !
কোথাও কিছুই নাই তব অগোচর ;
প্রদীপ্ত তোমার তেজে হন নিশাপতি,
আমি ভাবি অনির্দ্দেশ্য তোমার শকতি,
দীন ভাবে উপদেশ মাগি, দেব, আমি !
কোন্ রূপে কোথা সেই অখিলের স্বামী,
যাঁর তেজে তেজোময় তব অভিধান,
কোথা সেই আদি-জ্যোতিঃ করুণা-নিদান ?

---

## করুণা।



দিবসের শ্রমে, নিশা সমাগমে,
সমীরে শীতল কায়।
ব্যাহ্যেন্দ্রিয় যত, স্বকার্য্য-বিরত,
অচেতন সুনিদ্রায়॥

স্বপন আবেশে; সুরম্য প্রদেশে,
হইলাম উপনীত।
যথা সব নরে, আনন্দে বিহরে,
দ্বেষভাব তিরোহিত॥
সহোদর-ভাবে, পরস্পরে ভাবে,
সুখের অভাব নাই।
যথায় স্বভাব, ধরি নানা ভাব,
আলো করে সব ঠাঁই॥
বিরামের তরে, দিব্য সরোবরে,
সম্মুখে দর্শন করি।
গিয়া ধীরে ধীরে, তার রম্য তীরে,
বসিনু পাষাণ 'পরি॥
মৃদুল গমনে, মলয় পবনে,
সুষম কুসুমাবলী
হতে পরিমল, হরে অবিরল,
বিহরে কতই অলী॥
যত জল-চরে, মনোহর চরে,
চরে সহচরী সনে।
ভাসি কুতূহলে, আসি মীন দলে,
শৈবালদলে অশনে॥
মন্দ মন্দ হাসি, উপনীতা আসি,
যামিনী কামিনী ধনী।
নায়কের পাশে, যাইতে উল্লাসে,
বিলাসে যথা রমণী॥

অকস্মাৎ একি ! অদূরেতে দেখি,
পূর্ব্বের আকাশ-তলে।
লোহিত বরণ, ভানুর কিরণ,
যেমন উদয়াচলে ॥
ভাবিলাম মনে,—নিশা আগমনে,
ভাস্কর কেনই হবে ?
ওই কলরব, 'হই হই' সব,
আগুন বুঝি বা তবে ॥
উদ্বিগ্ন অন্তরে, দ্রুত পদ ভরে,
চলিলাম তথা হতে।
অনল নিশ্চিত, হইল প্রতীত,
না যাইতে অর্দ্ধপথে ॥
'দপ্' 'দপ্' করি, সর্ব্বনাশ-করী,
অনলের শিখা জ্বলে।
নহে নিবারিত, হইছে বর্দ্ধিত,
আগুন দ্বিগুণ বলে ॥
'ধূ' 'ধূ' শব্দময়, সুধু তাহা নয়,
'বম্ বম্' ফাটে বাঁশ।
উল্কা ভীম ঝম্পে, ধায় লম্ফে লম্ফে,
'সোঁ সোঁ সোঁ' করে বাতাস ॥
হইছে বিক্ষিপ্ত, স্ফুলিঙ্গ প্রদীপ্ত,
'হুড় মুড়ে' পড়ে ঘর।
মহা কোলাহল, বিশ্রুত কেবল,
'জল' 'জল' নিরন্তর ॥

দৌড়ি ঊর্দ্ধশ্বাসে, জনতার পাশে
ভেদি মাঝে প্রবেশিনু।
লোকের কান্তার, মধ্যদেশে তার,
আহা! আহা! কি দেখিনু!
এক মনস্বিনী, মানস মোহিনী,
রমণী-কুলের মণি।
শ্লথ কেশ-পাশ, আলোলিত বাস,
ঘন শ্বাস ফেলে ধনী॥
অপরূপ রূপ, নাহিক স্বরূপ,
সুধাংশু-লাবণ্যময়ী।
স্বর্গীয় সৌরভে, বামার গৌরবে,
করেছে ভুবন-জয়ী॥
গোলাবের দল, জিনিয়া কোমল,
অমল সে তনুখানি।
বক্রতা-অভাব, সরল স্বভাব,
সরল যুগল পাণি॥
হেরিলে চরণ, কার না শরণ,
লইতে মনন হয়?
এসেছেন ইনি, ত্রিদিব-বাসিনী,
বুঝি বা দিতে অভয়!
দুনয়নে জল, ঝরে অবিরল,
অন্তরে বিষম ব্যথা।
নিন্দি পিকস্বরে, অধীর অধরে,
সরে সুধা-মাখা কথা—

" আহা মরে যাই, পুড়ে হলো ছাই,
অভাগার যাহা ছিল।
করি প্রাণ-পণ, অর্জ্জিল যে ধন,
অনল আহুতি নিল!
আহা বাছা সবে! হাহাকার-রবে,
পতিত ধরণী-তলে।
শোকে অচেতন, করিয়া যতন,
নিবাইবে কে অনলে?
এত পরিবার, পাবে না আহার,
তরু-মূলে পড়ে রবে!
নূতন সংসার, পুনঃ কি আবার,
অভাগার ভাগ্যে হবে?"
বামার বচন, যে করে শ্রবণ,
সে জন মাতিয়া উঠে।
করিতে নির্ব্বাণ, অগ্নি দীপ্তিমান্,
ত্যজি প্রাণ-ভয় ছুটে॥
হেরি সবিস্ময়, আমার হৃদয়,
রোমাঞ্চ শরীরময়।
জানিতে অন্তর, হলো ব্যগ্রতর,
সে নারীর পরিচয়॥
সহসা সুন্দর, দিব্য বিদ্যাধর,
ললাট ভেদিয়া মম,
বলিলেন ধীরে,—"এই রমণীরে,
চিন না কি প্রিয়তম?

অন্তরীক্ষে রন, আবির্ভূতা হন,
আসি এই মর্ত্ত্য-ধামে ;
যবে কারো হয়, দুঃখের উদয়,
বিদিত ‘ করুণা’ নামে ॥
হেরি অকস্মাৎ, হয় ভস্মসাৎ,
গৃহীর সম্বল মূলে।
না পারি থাকিতে, এলেন রাখিতে,
প্রবর্ত্তিয়া নরকুলে ॥
ধন্য সেই জন, যেজন জীবন,
বামার চরণ-তলে,
সঁপে বিনামূলে, স্বার্থে যায় ভুলে,
দমে সে কালেরে বলে ॥ ”
কাঁপিল শরীর, পুরুষ স্থবির,
হইলেন অন্তর্হিত।
মেলিনু নয়ন, ভাঙ্গিল স্বপন,
হইলাম জাগরিত !

---

## কবি-কুল-রত্ন মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কে আজি বাজায় বেণু মনোহর স্বনে
ভারত-বিপিনে ? কোন্ পুণ্যবান স্বীয়
তপোবলে জাগাইল ভারতীরে,—আহা !
নিদ্রিতা ছিলেন যিনি বহু দিন হতে ?

কোন্ মালাকর, মরি ! স্বভাব-কাননে
তুলিছে ভাবের ফুল, কল্পনা-সূতায়
গাঁথি মালা—গন্ধে যার কাড়ি লয় প্রাণ—
দোলাইছে হাসি হাসি বঙ্গের গলায় ?
হায় রে বঙ্গের দশা ! বারেক চিন্তনে
পাষাণ-হৃদয় জ্বরে ;—পরের চরণ-
দলিত, সন্তৃপ্ত অতি পর-অনুগ্রহে
তাহার সন্তানবৃন্দ,—বল-শূন্য-দেহ,
ডুবেছে পৌরুষ ভীতি-সাগরের জলে !
কোন্ বীরবর আজি, সে ভীরুর দল
হইতে, সমর-শিঙ্গা ধরি ঘোরনাদে,
চমকি বিপক্ষ-হিয়া, মেঘনাদ-রূপে
করিল গম্ভীর শব্দ, অবজ্ঞি ঘৃণায়
চোরের স্বভাব-ধারী সুমিত্রা-নন্দনে ?
কোন বাজী-কর ওই, কাব্য-ইন্দ্র-জাল
বিস্তারিয়া বিদ্যা-বলে, করে প্রদর্শন
( ভীষণ জলধি অতিক্রমি ) বহুতর
জন-পদ-শোভা ভ্রাতৃ-মানস-নয়নে,—
আবদ্ধ যাদের পদ গৃহের সীমায় ?
কে আজি পবন-রূপে আনে উড়াইয়া
দিব্য-সরোবর-জাত সরোজ সুন্দর
হতে পরিমলে, যার মাধুর্য্য বিমল
আনন্দ-বিমুগ্ধ করে বঙ্গ-বাসীগণে ?
ফিরে কি উদিল কাল-অস্তাচল হ'তে

বাণী-বর-পুত্র কালিদাস কবিকুল-
রবি ?—আহা মরি! যার অতুলিত তেজে,
প্রফুল্লিতা কবিতা-পদ্মিনী মনোরমা
প্রকৃতি-সরসী-নীরে, ঢল ঢল ঢল
রসে দেহ, নাশে ক্ষুধা সুধার স্বরূপ
মধুদানে লোলুপ ভাবুক-দ্বিরেফের ?
ধন্য হে কবীশ তব জনম ভারতে!
কল্পনা কামদা সখী, ত্রিদিবের দ্বার
খোলেন তোমার নেত্রে; 'কুল' 'কুল' করি
বহেন মানসে তব স্বর্গ-মন্দাকিনী,
পবিত্রি ও দেহ; তব ভ্রমণ কৌতুকে
দৈব-রণ-রঙ্গ-ভূমে—যাহার স্মরণে
তরু-পত্র-তুল্য কাঁপে বসুধার হিয়া
শঙ্কায়; নশ্বর দেহে তুমি স্বর্গ-ভোগী!
সোৎকণ্ঠ সদাই বঙ্গ তব কাব্য-রস-
তৃষ্ণায়, চাতক যথা জলদ-সকাশে।
নবীন ভাবেতে পূরি তোমার মানস,
সরস্বতী বরেছেন—নবীনা ভাষার
নবীন কবির শ্রেষ্ঠ সিংহাসন'পরে—
তোমারে; আবদ্ধ বঙ্গ রবে তব ঋণে।
মধুর সদন 'মধুসূদন' সুনামে
ক্ষরিবে অক্ষয় মধু ভারত-হৃদয়ে।
বাজাও বাজাও বীণা ধর আরবার,
নীরস বঙ্গের হৃদে বর্ষ সুধাসার!

# শুকপক্ষীচ্ছলে পরাধীনের বিলাপ।

হে চারু স্বর্ণ-পিঞ্জর-বাসী শুকপাখী!
নত-শিরে কি ভাবনা করিছ একাকী?
পূর্ব্বের সে ভাব-শূন্য, মলিন-বদন,
নিষ্প্রভ প্রভাত কালে শশাঙ্ক যেমন!
সে দিন—যে দিন তুমি ছিলে বন-চর
বিহঙ্গ,—কতই রঙ্গ নয়ন গোচর
করেছি তোমার; ছিলে প্রেমিক প্রধান
সে কাননে, হতো যবে নিশা অবসান,
কলরব করি মিশি সহচর দলে,
নাচিয়া নাচিয়া উড়ে যেতে নভস্তলে।
বিশ্বের অনন্ত সীমা, যেখানে যখন—
ভ্রমিতে হে আমোদেতে—হতো তব মান
বিশুদ্ধ নির্ঝর-নীর পানীয় তোমার
ছিল তদা, সদা সুখে করিতে আহার
তরুর সুপক্ক ফল। দিন-মণি করে
দগ্ধ-দেহ পান্থ, যবে বিরামের তরে,
আসিত বৃক্ষের মুলে, শাখায় বসিয়া,—
সুস্বরে বিগত-ক্লম করি তার হিয়া,—
গাইতে; তা সহ মিশি নয়নের নীর
বহিত, প্রেমেতে মন হইত অধীর!
নিশা-মুখে, মুখে মুখে কলত্র বান্ধব
একত্রে, করিতে কত সুখ অনুভব!

নিবিড় পল্লব ভেদি চন্দ্রিকা সুন্দরী
পশিতেন তব গৃহে—রূপে আলো করি।
পূর্ব্বের সে সুখ কি হে হৃদয়ে তোমার
করিতেছে—উদিত হইয়া—তিরস্কার?
করিছ কি আশা—সেই নিলয়-কাননে,—
বসিতে হে পুনরায় সুখ-সিংহাসনে?
পড়েছে কি মনে দারা, সুত, পরিবার?
তাই দুটী নয়নেতে বহে নীর-ধার?
সোণার পিঞ্জরে বাস, সোণার বাটীতে
রয়েছে পানীয় তব, খাদ্য চারি ভিতে;
কিন্তু তাহে সুখ কিছু আছে কি তোমার?
কিছু নাই, কিছু নাই, বুঝিয়াছি সার!
রোধিয়াছে তব পদ দাসত্ব-শৃঙ্খল
সুকঠিন; স্বর্ণ-কান্তি, জ্বলন্ত অনল
তোমার নয়নে; দগ্ধ শোকের হুতাশে;
সুখ-ভোগ কবে কার হয় কারাবাসে?
সত্য হে এ হেন দশা যদ্যপি তোমার,
তবেত নিশ্চয় তুমি বান্ধব আমার!
আমার দুঃখের কথা তোমায় বলিব,
বিহঙ্গ! বিরলে দুই সখায় কাঁদিব।
আমারো তোমার মত আবদ্ধ চরণ
অধীনতা-নিগড়েতে; ক্রীতদাস মন
সাধিতে পরের বাঞ্ছা; পর গৃহ সার,
কোথা দারা সুত বন্ধু, কোথা বা সংসার!

সেবিতে পরের পদ যুক্ত দুই কর।
দিবস, যামিনী, ঋতু, অয়ন, বৎসর
চলিছে নিঃশব্দে, হরি জীবের জীবন-
ভাণ্ডার হইতে আয়ু,—তস্কর যেমন
নিদ্রিত গৃহীর ধন হরে;—প্রস্ফুটিত
করিয়া বাসন্ত কলি; শূন্যে সমুত্থিত
করিয়া নৈদাঘ বারি; জলদের মুখে
ভাসাইয়া বসুন্ধরা; প্রদানি কৌতুকে*
কবির মানসে; প্রেম আনন্দ বিমল,
নরক যন্ত্রণা ঘোর, সবল দুর্ব্বল
সাধু পাপাত্মার হৃদে; নিক্ষেপ করিয়া
আমার নয়নে ধূলি। পড়ে গড়াইয়া
বাসনা-লহরী—ঠেকি দাসত্ব-বেলায়—
হৃদয়-সাগরে; ভাগ্য বঞ্চিত আমায়
করেছে সকল সুখে; নাহি অবসান
দুঃখের; করেছি কত পাপ অপ্রমাণ
পরের ইচ্ছায়, প্রতিবিম্ব ভয়ঙ্কর
তা সবার মানস-মুকুরে নিরন্তর
হেরিতাম যদিও! ডুবিনু ভব-ঘোরে,
ধিক্ রে অধীন-জন্ম শত ধিক্ তোরে!
হয়ত যাইতে হবে দেহ অবসানে,
চির-অন্ধকার দেশে বিধির বিধানে!
অভাগার যা হ'বার হয়ে গেল তাই।
দীন-নাথ! তব পদে এই ভিক্ষা চাই,

* এই স্থলে কৌতুক কর্ম্মকারক।

যদ্যপি আবার ভবে হয় জনমিতে,
দাসত্ব-শৃঙ্খল যেন না হয় পরিতে !

---

## মেঘ ।

অন্তরীক্ষবাসী, মানস-মোহন,
নবীন নীরদবর হে !
তোমার রূপের, নাহিক তুলনা,
অমল শ্যামল-তর হে ॥
গিরীন্দ্র-নন্দিনী, জননী তোমার,
পিতা তব দিনকর হে ।
বালকের মত, সাজান তোমারে,
দিয়া আপনার কর হে ॥
কাল বলি তোমা, অবহেলে লোকে,
আমি বলি মনোহর হে ।
কুরূপ কি হয়, যাহার জননী
জনক অতি সুন্দর হে ?
মানসে যেরূপ, সম্মোহিনী আশা,
বরে দিয়া স্বীয় কর হে ।
সেরূপ চপলা, ( রূপের উপমা )
বরে তোমা, জল-ধর হে !
বাহন তোমার, সদা সদা-গতি,
হেলায় সাগর তর হে ।

প্রেমিকের সার, স্বাধীনতা ভরে,
ভ্রম দেশ দেশান্তর হে ॥
বিশুদ্ধ সুখের, তুমিই নিদান,
এ জগতে কাম-চর হে।
মস্তক পাতিয়া, তোমারি কৃপার
ধারা ধরে ধরা-ধর হে ॥
ভাবে ভুলাইয়া, ভাবুকের মন,
জ্ঞানের নয়নে চর হে।
কখনো তোমায়, করি দরশন,
শুভ্র রূপে মন হর হে ॥
ক্ষণেক আবার, দেখিতে দেখিতে,
লোহিত বরণ ধর হে।
হরিত ধূসর, আরো কত রূপ,
ধর তুমি রূপ-ধর হে ॥
কখনো তোমার, দেহ লঘুতর,
দৃষ্টি-পথ হতে সর হে।
কভু বীর বেশে, কাঁপাও সকলে,
গর্জ্জিয়া গভীরতর হে ॥
যবে দিন-কর, ভীষণ প্রতাপে,
দগ্ধ করে চরাচর হে।
উন্মুখ চাতক, তোমায় আরাধে,
তৃষ্ণায় হয়ে কাতর হে ॥
হায় রে শুকায়! সে কাল অনলে,
বসুধার হৃদি-সর হে।

ফুটিকের প্রায়, ফাটে অবিরাম,
মৃত্তিকা কোমলতর হে॥
না যায় বাহিরে, জীবকুল যত,
কাঁপে থর থর থর হে।
জগতের দুঃখে, তোমার নয়নে,
ধারা বহে দর দর হে॥
তব অশ্রু-জল, সুধার স্বরূপ,
সঞ্জীবনী-শক্তি-ধর হে।
বাঁচে বসুন্ধরা,——বিগত-জীবনা—
চাতকের তৃষা-হর হে॥
উদার সাধুর, স্বভাব তোমার,
লবণাম্বু পান কর হে।
আহা মরে যাই, জগতের হিতে,
অমৃত রূপে উগর হে॥
তোমার উদয়ে, বিস্তারি কলাপ,
নাচয় কলাপ-ধর হে।
যাহার সহিতে, কবির কল্পনা,
খেলা করে নিরন্তর হে॥

## স্বর্গ ও নরক।

বুঝাতে কর্ম্মের ফল, শাস্ত্র প্রদর্শেন স্থল,
অল্প-বুদ্ধি মানব নিকরে।

সুখ ও দুঃখের ধাম, স্বর্গ ও নরক নাম,
অবস্থান হেতু দেহান্তরে॥
যে জন লভিয়া জন্ম, আচরেন ধর্ম্ম কর্ম্ম,
রতি মতি গতি ঈশ-পদে।
সর্ব্ব জীবে সমভাব; ভাবিতে অধর্ম্ম ভাব,
মনে গণে বিষম বিপদে॥
পর-দুঃখ দরশনে, আপনার মানি মনে,
প্রাণ-পণে করেন উদ্ধার।
অজ্ঞজনে জ্ঞান দান, তৃষ্ণার্ত্তে জল বিধান,
ক্ষুধাতুরে যোগান আহার॥
বিলাসের নাহি ঠাঁই, বসনে ব্যসন নাই,
অশনে সন্তুষ্ট যাহা ঘটে।
বিনীত সুশীল অতি, অহঙ্কৃত নহে মতি,
সরলতা নয়নে প্রকটে॥
নীরবে নীহার যথা, দান করে সজীবতা,
হয় তাঁর উপমার স্থল।
শত্রুতা সাধিলে কেহ, তারো প্রতি তুল্য স্নেহ,
দেহ তাঁর পরার্থে কেবল॥
সে জন ত্যজিলে প্রাণ, স্বর্গে তাঁর বহু মান,
অবস্থান দেবগণ মাঝে।
রত্ন-নিকেতনে তাঁর, অধ্যাত্ম শরীরসার,
স্বর্ণময় পালঙ্কে বিরাজে॥
ললিতাঙ্গী বিদ্যাধরী, বিশদ চামর ধরি,
কিঙ্করীর কার্য্যে নিয়োজিতা।

সুগন্ধ মন্দার মালা, গাঁথি সাজাইয়া ডালা,
দেব-বালা চৌদিকে বেষ্টিতা ॥
সুশীতল গন্ধ-বহে, অগুরুর গন্ধ বহে,
হৈমপাত্রে আহার বিধান।
মনোহর ক্রীড়াস্থান, সর্ব্ব সুখ বিদ্যমান,
অভাবের নাম অবসান ॥
যেই মূঢ় ধরাতলে, নিজ কূট বুদ্ধিবলে,
ছলে মুগ্ধ করি অন্য জনে।
পূর্ণকরে আত্মোদর, পরহিংসা-সুতৎপর
কারো সুখ না সহে নয়নে ॥
কিসে হব ধনবান, সর্ব্বোচ্চ হইবে মান,
সর্ব্ব খর্ব্ব হবে পদতলে।
প্রতিযোগী না রহিবে, সদা তুষ্টি যোগাইবে,
অহরহ সেবিবে সকলে ॥
বিলাস যখন যাহা, হইবে অন্তরে, তাহা
আজ্ঞা মাত্র যোগাবে সেবকে।
বরাঙ্গনা আছে যত, রস রঙ্গে নানামত,
শীতলিবে কামের পাবকে ॥
ধার্ম্মিকের সদা দ্বেষ, তাহাদের মূল শেষ
বিশেষ ভাবনা কিসে হবে।
"পরকাল কারে বলে? দেহের পতন হলে,
জ্বলে শেষে ছাই মাত্র রবে।
তুশ মজা ত্যাগ করে, ঘোঁড়ার ডিমের তরে,
আলোচাল কেন খেয়ে মরি?

এসেছি মজার হাটে, মজা মারি মাঠে ঘাটে,
কোথা ধর্ম্ম, কে সে হরি নরি ?
অমুক না খেতে পায়, আমার কি বয়ে যায়,
ও মরে মরুক্ কিবা ক্ষতি ?”
ক্রোধে চক্ষু রক্তাকার, মূর্ত্তিমান্ অহঙ্কার,
দম্ভভরে কম্পে বসুমতী ॥
এরূপ যে বোধ-হীন, তার অন্তে সুকঠিন
নরকাখ্য যন্ত্রণার স্থান।
যমের শাসন বলে, পুরীষ হ্রদের তলে,
কৃমি সহ তার অবস্থান ॥
দগ্ধ করি অগ্নি-কুণ্ডে, প্রহারয় মুণ্ডে তুণ্ডে,
লৌহপিণ্ডে শমন-কিঙ্করে।
জল-বিন্দু নাহি দান, পিপাসায় শুষ্ক প্রাণ,
তৃণ যথা দিন-কর-করে ॥
হায় নিষ্করুণ বিধি! তপ্ত তৈলে স্নান বিধি,
ব্যাধি করে বিক্রম প্রকাশ।
আরো কত মত হয়, দারুণ যন্ত্রণা-চয়,
তবু নয় পাপের বিনাশ ॥
দুই স্থান বিপরীত, ঊর্দ্ধে স্বর্গ সংস্থিত,
অধোভাগে রচিত নিরয়।
স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফলে, যায় লোক দুই স্থলে,
যথা কর্ম্ম তথা ভোগ হয় ॥
অধিক লাভের আশে, অল্প ত্যজি অনায়াসে,
করে লোকে ধর্ম্ম উপার্জ্জন।

অন্তিমে বিপদ ঘোর, শমন করিবে জোর,
ভয়ে পাপে না চলে চরণ ॥
এই রূপে ক্ষুদ্র নরে, লোভে ভয়ে কার্য্য করে,
তত্ত্বজ্ঞের বিভিন্ন প্রকার।
আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ভাবি আচরেন ধর্ম্ম,
মর্ম্ম ভেদি করেন বিচার ॥
এখানে ত্যজিবে যারে, চরমে লভিব তারে,
তবে কেন এতই বিবাদ। (*)
তা নয় তা নয় নয়, নিষ্কামে ত্যজিতে হয়,
লাভ সার চিত্তের-প্রসাদ ॥
স্বর্গ ও নরক যাহা, আত্মাতেই আছে তাহা,
কর্ম্মের সঙ্গেতে ফল ফলে।
বিমল আনন্দ ভোগ, দুর্ব্বার মালিন্য-যোগ,
স্বর্গ ও নরক লোকে বলে ॥

---

## বিশুদ্ধ শোভা।

(১)

কে তুমি, রমণি, এই মর্ত্ত্যলোকে,
ব্যাপিয়া রয়েছ সকল ঠাঁই,
সঙ্গে আনিয়াছ স্বর্গীয় আলোকে,
মুগ্ধকর আঁখি যে দিকে চাই?

(*) ধর্ম্মোপার্জনে সংসারের সহিত বিবাদ।

২

কে তুমি গো প্রজাপতির শরীরে,
হরিত লোহিত নানা বরণে
মিশিয়া রয়েছ, আকর্ষিছ ধীরে
ভাবুকের ভাব-গাথক মনে ?

৩

বনের কুসুম ( কে তারে আদরে ? )
পালিত কেবল নীহার স্নেহে,
হেলিছে দুলিছে পবনের ভরে,
কে তুমি, জড়িত তাহার দেহে ?

৪

কে তুমি গো চারু তরুবর-কোলে,—
যথায় বিরাজে ব্রততী সতী,
ভ্রমর-ঝঙ্কার সহ সুখে দোলে,—
বাড়াইছ বসি গৌরব অতি ?

৫

সন্তাপ-নাশিনী নিশি-আগমনে,
সরসীর প্রেম-চঞ্চল বুকে,
শ্যামল গগন, তারাদল সনে,
কে তুমি নাচিয়া বেড়াও সুখে ?

৬

কে তুমি সাধুর বদন-কমলে,
প্রিয়সখী অমলতার পাশে,
দাও দরশন দর্শকের দলে,
কমলা যেরূপ কমল-বাসে ?

৭

কে তুমি অস্থির হরিণ-নয়নে,
ভ্রমণ করিছ চঞ্চলা হয়ে,
বর্ষা-সমাগমে যেমন গগনে,
চঞ্চলা নবীন ঘন-হৃদয়ে ?

৮

চিনেছি তোমায় দেবের নন্দিনী,
থাক প্রকৃতির পবিত্র রূপে,
আনন্দ বিতর আনন্দ দায়িনী,
প্রবেশি জ্ঞানের নয়ন-কূপে !

৯

ঘুচাও ভবের বন্ধনের দাম,
তোমাহতে মর অমর হয়,
লয়ে যাও তথা যথা অবিরাম
অক্ষয় প্রেমের লহরী বয় !

---

## তত্ত্বজ্ঞান ।

কে রচিল এই বিশ্ব ? কাহার কৌশল
অহরহ প্রকাশিছে পদার্থ সকল ?
কোথায় লভিব তাঁরে ? কি রূপ প্রকার
না জানি, কি হয় অতি প্রিয়তম তাঁর ?
এরূপ সহসা মনে ভাবিতে ভাবিতে,
ত্যজিলাম লোকালয় ; পাইনু দেখিতে

সম্মুখে পাদপ বরে, জিজ্ঞাসিনু তায়—
" দয়া করি তরুবর বল হে আমায়,
কোথায় সে জন ?—যাঁর নিয়মের বলে,
ঋতু ছয় তোমারে সাজায় ফুল ফলে ;
হরিত-অম্বরালতা—স্বয়ম্বরা রূপে—
তোমারে আশ্রয় করে, মহাবল ভূপে
বরাঙ্গনা বরে যথা ; গুণ গুণ করি,
তব গুণ গায় অলী দিবস সর্ব্বরী ;
যবে ভানু সহস্র কৃবাণু-পূর্ণ করে,
শীতলতা হরি দগ্ধ করে চরাচরে,
নিদাঘ-বিদগ্ধ পান্থ নিদ্রা-অভিলাষী,
নিবারে তপন-তাপ তব তলে আসি ;
আপনি সহিয়া সেই বিষম অনলে,
শীতল ব্যজন কর অতিথীর দলে !
কাহার দয়ায় তুমি আরামের স্থান
জগতের, কোথা সেই দয়ার নিদান ?
" ওগো নদি, রূপবতি নগেন্দ্র নন্দিনি !
ভাবুকের জ্ঞান-চক্ষে প্রীতি-প্রদায়িনী,
তব তনু-অণু পুঞ্জ উঠিয়া অম্বরে,
শান্তিরস-রূপে শান্ত করে চরাচর ;
উর্ব্বরা বসুধা তাহে, কমনীয় বেশ
ধরেন হরষে ; সতি ! দেহ উপদেশ—
কার প্রেমে কলকল শব্দ তব মুখে ?
কার প্রেমে আনন্দ-লহরী তব বুকে ?

কার প্রেমে উছলে তোমার প্রেম-কূপ ?
কোথা বিরাজিত সেই প্রেমের স্বরূপ ?
"ওহে দূরাগত বায়ু জগতের প্রাণ !
সর্ব্বত্র তোমার গতি ;—যথা দীপ্তিমান
তমোময় খনি-গর্ভে মণি অগণন ;
কিম্বা তরুসঙ্কুল বিপুল-কায় বন
দিনকর-কররোধী, তথায় তোমার
গমন অবাধে ; অতি ভীষণ-আকার
নীল-জলনিধি,—যাহা মানব-নয়নে
অকূল, শ্রবণ রোধে যাহার গর্জ্জনে,—
হাস্যমুখে তার দেহ করি অতিক্রম,
দিগ্‌দিগন্তর নানা জন-পদ ভ্রম
তুমি ; নিত্য-গামী পান্থ এ ভব সংসারে !
প্রবেশ তোমার অতি নীরব সঞ্চারে
নরদেহ-অভ্যন্তরে কৈশিকা শিরায়,
সূক্ষ্মতম রক্ত-বিন্দু ভাসিছে যথায় ;
অথবা কীটাণু-দেহ দৃষ্টির অতীত,
(স্মরণে মানস ঘোর বিস্ময়ে প্লাবিত !)
তাহারো—শিরার গর্ভে রক্ত-বিন্দুসহ,
আমোদে তোমার খেলা হয় অহরহ !
বিচিত্র তোমার কার্য্য ;—কুসুম-কাননে
নব-বিকশিত চারু প্রসূনের সনে
রঙ্গ তব ; ভৃঙ্গ যবে মধু-পান আশে
আসে, তুমি নিবারণ কর মৃদুহাসে।

আপনি নাচ হে আর জগতে নাচাও,
বালকের মত সুখে খেলিয়া বেড়াও!
ক্ষণেকে তোমার তেজ জগতে দুঃসহ,
আর তুমি নহ যেন পূর্ব্ব-গন্ধ-বহ;
প্রচণ্ড প্রতাপে ধরা কাঁপে অবিরাম,
ছিঁড়ে ফেল কুসুমের প্রণয়ের দাম
হুহুঙ্কারে! অচল চঞ্চল তব বলে;
সমুদ্যত নিক্ষেপ করিতে রসাতলে
ধরিত্রীরে; মনে তদা হয় অনুমিত,
সৃষ্টি-বিনাশিনী শক্তি তোমাতে নিহিত!
অপার মহিমা তব, আমি হীন-বল
অভাজন, মনে মম বিশ্বাস অটল,—
অবশ্য কোথাও তুমি দেখিয়াছ তাঁরে,
উন্মত্ত আমার চিত্ত বিলোকিতে যাঁরে,
যাঁর তেজে তব তেজ জগতে প্রচার।
কোথা সে করুণা-সিন্ধু বিশ্বের আধার?
এই উপদেশ, দেব, মাগি ও চরণে!
দয়া করি চরিতার্থ কর অকিঞ্চনে।"

এই রূপে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে,
"প্রজ্ঞা" উদি মনে মম লাগিল কহিতে—
"আরেরে অজ্ঞান, একি ভ্রান্তি ঘোরতর!
না পাইবে তাঁর দেখা ভ্রমি চরাচর
এরূপ উন্মত্ত হয়ে, কর অন্বেষণ
আপন আত্মায় সেই পরমাত্মা ধন

সত্যেরে সহায় করি, নতুবা বৃথায়
অন্ধ হয়ে ভ্রমিলে না পাইবে তাঁহায় !!”

---

## আশা।

১

কে দীন হীনের কাণে বলে মৃদুভাষে,—
সাংসারিক দুঃখ যার নিত্য-সহচর?—
“অচিরে ঘুচাব তব ক্লেশ অনায়াসে,
বলাব লোকের মুখে ধরণী-ঈশ্বর।”

২

শয্যায় লুণ্ঠিত রোগী, ব্যাধির কবলে
কবলিত, আছে প্রাণ কতক্ষণ তরে;
কে তার শিয়রে বসি সকরুণে বলে,—
“দূরে যাবে ব্যাধি, প্রিয়, ভয় কি অন্তরে?”

৩

মগ্ন তরি, ভাসমান অকূল পাথারে,
অভাগা উপায়-হীন হাবু ডুবু খায়,
কে সেই সাগরে দেয় ভরসা তাহারে?—
“ভেব না হে কূলে লয়ে যাইব তোমায়!”

৪

উত্থিত শত্রুর অসি প্রহার উদ্যমে,
কর পদ শৃঙ্খলিত, কে তারে আশ্বাসে?—
“দেখাইব দৈবীশক্তি শত্রু নরাধমে,
ভুবনে কাহার সাধ্য তোমারে বিনাশে?”

৫

ভগ্নোদ্যম বসি দেশ-হিতৈষী প্রবর,
তাপে শুষ্ক করে দেহ ক্ষোভের অনল,
কেতার শ্রবণে ঢালে মধুমাখা স্বর?—
" আর বার যত্ন কর হইবে সফল।"

৬

কাহার অটল বাক্যে জনক জননী,
সদ্য-জাত শিশুরে,—যাহার সুকোমল
অস্থি-ময় কলেবর যেমন নবনী,
হেরিতে বিশ্বের তেজ নয়ন দুর্ব্বল,——

৭

—স্ফুরেনা অধরে বাণী, ( নাজানি কাহার
প্রেমে হাসে! ) সবে মাত্র সম্বল রোদন,——
( মানসেতে খুলি ভবিষ্যতের দুয়ার )
হেরে সংসারেতে সর্ব্ব সুখের সাধন?

৮

কার প্রলোভনে কবি নিশীথ সময়—
নিস্তব্ধ বসুধা যবে, কুসুম নিকরে
দোলায় মারুত ধীরে, পতঙ্গ নিচয়
ধরে তান, ক্ষুদ্র তারা মিলায় অম্বরে—

৯

ত্যজিয়া নিদ্রার কোল, করে বিচরণ—
তুলিয়া সৌন্দর্য্য-ফুল, স্বভাব-কাননে,
ভাবসূত্রে বহুযত্নে করিয়া গ্রন্থন,
অঞ্জলি প্রদান করে বাণীর চরণে?

১০

অক্ষয়-যৌবনা আশা! মনুজ-হৃদয়ে
বিহরি, ভুলাও বর্ত্তমান দুঃখ যত;
ভবিষ্যতে গতি তব, হায় দাস হয়ে
তোমার, সংসারে জীব ভ্রমে অবিরত!

১১

তুমি না থাকিলে আশা! বিপদের জলে
ডুবিত মানব-কুল; কাহারে আশ্রয়
করিত উদ্যম? কি করিত বুদ্ধিবলে?
ক্ষণমাত্রে এ সংসার পাইত বিলয়!

---

## যৌবন-কানন।



প্রজ্বলিত বিষয়-অনল-
উত্তাপেতে হৃদয় বিকল,
ছটফট করে প্রাণ, সুস্থিরতা-অবসান,
দর দর বহে শ্রম-জল।

দুঃখময়ী দিক্ সমুদয়,
গৃহ যেন বিষের নিলয়,
অস্তমিত সুখ-শশী; এরূপে একদা বসি,
ভাবিতেছি আসন্ন প্রলয়।

সহসা সন্তাপ-বিনাশিনী,
'কল্পনা আনন্দ-বিধায়িনী,
হৃদয়-কমলে উদি (শুনিনু নয়ন মুদি)
বলিলেন মানস-মোহিনী।—

" কি ভাবিছ বসিয়া বিরলে,
দগ্ধ হয়ে বিষাদ-অনলে ?
আইস আমার সনে, যাই যৌবন-কাননে,
অদ্ভুত-দর্শন মর্ত্য-তলে।"

কল্পনার প্রসাদে সত্বরে,
মনোবত্মে গিয়া সুখভরে,
সবিস্ময়ে দৃষ্টি করি, অপূর্ব্ব ব্যাপার, মরি,
যৌবনের কানন ভিতরে !

হেরিলাম 'মত্ততা' করিণী,
ভ্রমিতেছে যেন উন্মাদিনী,
হেলে শুণ্ড দোলাইয়া, তীব্রমদ ছড়াইয়া,
ঘোর রবে কাঁপায় মেদিনী।

বিকসিত দশন ভীষণ,
হুহুঙ্কারে আন্দোলিয়া বন,
অতি ভয়ঙ্কর রূপ, দুষ্ট-মতি 'দম্ভ' রূপ
শার্দূল করিছে বিচরণ।

সে বনের দিক্ অন্যতরে,
নিশাচর 'লোভ' নাম ধরে,
বৃদ্ধি করে কলেবর, আপাদ-লম্বিতোদর,
বুঝি ধরা গ্রাসিবার তরে!

তার পাশে 'আশা' নিশাচরী,
রয়েছে আলোক হস্তে ধরি,
ভাবী অন্ধকার পথে, লয়ে যেতে মনোরথে,
মায়া-জাল সুবিস্তার করি।

মোহ' নামে রাক্ষস প্রধান,
অসিত বসন পরিধান,
আবরি পিন্ধন বাসে, ক্ষণে ক্ষণে প্রভা নাশে,
অন্ধকার করিছে সেস্থান।

'কাম,' কাল বিষ-ধর, বিষ
বর্ষণ করিছে অহর্নিশ।
শৃঙ্গযুগ তুঙ্গ অতি, বিদারিয়া বসুমতী,
বিহরিছে 'মাৎসর্য্য' মহিষ।

মায়াবিনী বিষম কুৎসিতা,
দিব্য অবগুণ্ঠন-আবৃতা,
ভ্রমে 'কপটতা' নারী, বাহ্য শোভা বলিহারি,
মাল্য-আভরণ-বিভূষিতা।

সেই কাননের একস্থলে,
ঘোর ‘ ক্রোধ ’ দাবানল জ্বলে,
‘ হিংসা ’ রূপ শিখা উঠে, ভীমতর বেগে ছুটে;
ভস্ম-ময় করিতে সকলে।

আরো কত কাণ্ড ভয়ঙ্কর,
করিলাম নয়ন-গোচর,
ভয়ে অঙ্গ শিহরিল, আস্যে হাস্য শুকাইল,
কাঁপিল শরীর থর থর !

পুনর্ব্বার করি নিরীক্ষণ,
ঊর্দ্ধ-কর্ণ সতৃষ্ণ-নয়ন,
সেই বনে অনুক্ষণ, করিতেছে বিচরণ,
‘ কৌতূহল ’ অপ্সর মোহন।

তার পাশে নাচে অবিরাম,
অপ্সরা ‘ বাসনা ’ তার নাম,
চরণ-ভঙ্গিতে দুঃখ, বিনাশি, বিতরে সুখ,
মৃদু মৃদু হাসে অভিরাম।

কি দিবস কিবা বিভাবরী,
সে কাননে প্রবাহিত, মরি !
বিহরিয়া যদা তদা, ‘ উদ্যম ’ সমীর সদা,
উত্তোলিয়া বিবিধ লহরী।

সমুন্নত-স্কন্ধ দৃঢ়তর,
'পৌরুষ' পাদপ-কুলেশ্বর,
'প্রণয়' প্রভৃতি কত, আরো চারু তরুযত,
দর্শক-নিকর-মনোহর।

দিব্য সুললিত-রূপ-ধরী,
'দয়া', 'ক্ষমা', 'মমতা' বল্লরী,
লাবণ্যে নয়ন হরে, অনুপম শোভা ধরে,
বৈজয়ন্তে যেমন অমরী।

মধ্য দেশে এক সরোবর,
'শান্তি' রূপ জল স্বচ্ছতর,
ঢল ঢল ঢল করে, ক্রীড়া ছলে মন হরে,
'প্রেমের' তরঙ্গ নিরন্তর।

সেই নীরে কিবা সুহাসিনী,
শোভা পায় 'ভক্তি' সরোজিনী!
নহে পূর্ণ-বিকসিত, কিম্বা নহে মুকুলিত,
'আনন্দ' মধুর প্রসবিনী,—

তেজোময় তপনের তরে,
ঊর্দ্ধ-মুখী হইয়া বিহরে;
সুখে তার যায় কাল, যেই জন সর্ব্বকাল,
সেই পদ্ম হৃদয়েতে ধরে।

এইরূপ আরো কত রূপ,
হেরিলাম যত অপরূপ,
যৌবন-কানন মাঝে, সাজে মনোরম সাজে,
চক্ষে যার না হেরি স্বরূপ।

আর এক চমৎকার তথা,
বসন্তের উপবন যথা,
সব দেহ বলময়, কেহ কিছু ঊন নয়,
নবীনতা নেহারি সর্ব্বথা।

বিশাল-উরস্ক যুবাগণ,
প্রবেশিয়া যৌবন-কানন,
কভু কাঁদে কভু হাসে, পরস্পরে উপহাসে,
কভু নেত্রে প্রজ্বালে দহন।

আমার সদৃশ একজন,
সে বিপিনে করিছে ভ্রমণ,
মিশি সেই যুবাদলে, যোগ দিয়া কোলাহলে ;
হেরিয়া বিস্মিত হলো মন।

কহিলেন ত্রিদিব-ললনা,
দয়াবতী, কামদা কল্পনা,
"ওই যে মায়াবীগণে, নিত্য চরে এ কাননে,
উহাদের প্রতাপ জান না।

"মুহূর্ত্তেকে এক এক জন,
বিনাশিতে পারে এ ভুবন,
হায়! যত ক্ষুদ্র নরে, ওদের হৃদয়ে বরে,
অবহেলি জ্ঞানের শাসন।

"তুমি এক জন যুবাদলে,
ভুলিওনা মায়াবীর ছলে,
এই যে সম্মুখে দেখ, সৌম্য-মূর্ত্তি দেব এক,
'জ্ঞান' নামে খ্যাত ধরাতলে।

"থাকিবে ইহাঁর বশম্বদ,
দূরে যাবে সকল আপদ,
জ্ঞানের প্রসাদ-বলে, অবগাহি শান্তি-জলে,
শীতল হইবে, প্রেমাস্পদ!

"ভক্তি-পদ্মে মধু-পান করি,
ক্ষুদ্রনর-জীবনে আমরি!
অমরতা লাভ হবে, অতুল গৌরবে রবে,
অন্তে যাবে অমর নগরী।

"পৌরুষাদি তরুলতা দলে,
স্থাপিয়া মানস-ক্ষেত্র-তলে,
যতনিবে অবিরত, তারা তোমা নানামত
ভুঞ্জাইবে সুখ, ফুল ফলে।"

কল্পনা, কথার সমাপনে,
সৌরভে পূরিয়া হৃদি-বনে,
নেত্র মোহি রূপালোকে, চলিলেন দিব্যলোকে;
পুষ্পাসার বর্ষে দেবগণে।

সেই সব ভাব নিরখিয়া,
অন্তরেতে গেলাম গলিয়া,
ভবে রব যতকাল, এ বিচিত্র চিত্র-জাল,
হৃদি-পটে রাখিব আঁকিয়া!

---

## পাপীর মন।

"ওই যে গগনে শোভে মনোহর,
অগণন ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক-দল,
অলঙ্ঘ্য নিয়মে ভ্রমে দিন-কর,
শশধর, অস্ত-উদয়াচল।

"কানন-কুসুম (রূপের নিদান)
বিবিধ বরণে রয়েছে ফুটে,
জগত্-বিহারী জগতের প্রাণ,
হরি পরিমলে চৌদিকে ছুটে।

"তরুর তরুণশাখায় বসিয়া,
মাতিয়া আমোদে বিহগ সবে,
পাতার 'মর্ম্মর' সহ মিশাইয়া,
অবিরত গায় কতই রবে।

"বরষা-মিলনে, জলদ-মালায়,—
অসিত বরণে সোণার লেখা,—
উজলিয়া দিক্ রূপের প্রভায়,
সৌদামিনী ধনী দেয়গো দেখা।

"সরসীর নীরে,—দিনেশ-দুহিতা,
জনমিয়া কাদম্বিনীর কোলে,—
অতুলিত নানা-বরণ-রঞ্জিতা,—
মৃদুল পবন-হিল্লোলে দোলে।

"গিরি-সুতা অভিসারিকা সুন্দরী,
নমিতে জলধি-পতির পায়,
দোলাইয়া হৃদে প্রেমের লহরী,
চপলা-চঞ্চল চরণে ধায়।

"নিশীথে, সুনীল, নীরব অম্বরে,
ঝিম্ ঝিম্ করে তারকাবলী,
ঝিল্লি-রব পশে শ্রবণ-বিবরে,
আধ আধ হাসে কুসুম-কলি।

---

* ইন্দ্রধনু।

"লোকে বলে এই নিসর্গ-নিকর,
বিশ্ব-জনকের প্রেমের মূল,
সুপবিত্র স্থির সুখের আকর,
যে সুখের নাই দ্বিতীয় তুল।

"কিন্তু এই সব আমার নয়নে,
তেমন মাধুরী প্রকাশে কই ?
বিতরেনা সুখ-লেশ মম মনে,
আমি কি সংসারে মানুষ নই ?

"তাহাদের মত আছে সমুদয়,
হস্ত, পদ, শির, মুখ, শ্রবণ,
কেন অন্য রূপ আমার হৃদয় ?"
ভাবিছে বিরলে পাপীর মন।

সহসা সৌরভে পূরিল সমীর,
উজলিল দিক্ বিজলী হাসি,
জ্ঞানদেব তদা ধরিয়া শরীর,
উত্তরেন তার সম্মুখে আসি ;—

"প্রকৃতির চারু মোহিনী মূরতি,
বিতরে বিশুদ্ধ সুখের সার,
নিত্য ভোগ করে সাধু মহামতি,
মরমে নিবসে ধরম যার ;

"কলুষ-আবিল মলিন নয়নে,
খেলে না সে চারু রূপের ছটা,
পঙ্কে কি কখন, যামিনী-মিলনে,
বিলসে শরীর কিরণ ঘটা ?"

চমকি কলুষী উঠিল শিহরি,
হেরিতে সে রূপ ব্যাকুলে চায়,
অমনি অম্বরে দেহ পরিহরি,
স্বর্গীয় শরীর মিলায়ে যায় !

---

## চন্দ্র।

ওহে শান্ত শশধর ! রূপ তব মনোহর,
অনুক্ষণ আমার হে জাগিতেছ হৃদয়ে !
সঙ্গে প্রিয়তমা জায়া,—দেহের যেরূপ ছায়া—
বিরাজ তোমার নীল-মণি-ময় নিলয়ে ॥

তব সুতা দয়াবতী, রুচিরা চন্দ্রিকা সতী,
আবৃত করিয়া দেহ সুবিশদ বসনে।
আইসেন ধরাতলে, শীতলিতে জীবদলে,
আধ আধ আধ হাসি ধরে নাক বদনে ॥

চৌদিকে বর্ষেন সুধা, চকোর নিবারে ক্ষুধা,
আনন্দে মোহিত হয়ে তবগুণ গায় হে।
কুমুদ আমোদ ভরে, হাসি হাসি সরোবরে,
একদৃষ্টে অবিরত তব মুখ চায় হে ॥

বায়ুতে ঈষদ্ হেলা, গ্রীবাভঙ্গী করি হেলা,*
খেলা করে কৌমুদীর কর ধরি প্রণয়ে।
বাড়াও লতার শোভা, ভাবুকের মনোলোভা,
ধরে ধনী রজতের কান্তি তব উদয়ে॥

তোমারে হৃদয়ে ধরি, পূর্ণিমার বিভাবরী,
সুন্দরী হইয়া আর আদরে না ভূষণে।
অমা নাকি নিজে কাল, পরে অলঙ্কার-জাল,
কাল মেয়ে চিরকাল যত্ন করে রতনে!

হেরি তোমা, সুধা-নিধি! উথলয় জল-নিধি,
ক্ষেপার মতন হয়ে আলিঙ্গিতে তোমারে।
হায় রে অপত্য-স্নেহ, সংসারে সবার দেহ,
ফুলায় দ্বিগুণ সুধাময় প্রেম সঞ্চারে!

বিধির মানস-সুতা, প্রকৃতি স্বরূপ-যুতা,
সুচারু সীমন্তে তোমা পরেছেন আদরি।
কবির হৃদয়ে সরে, রাজ-হংস রূপধরে,
খেল হে কতই রঙ্গে শোভা-নিধি বিতরি!

শিশু সব খেলা ছলে, ডাকে 'আয় চাঁদ' বলে,
কার নাহি মন হর মনোহর বরণে?
ভবে কেবা তব সম, সকলের প্রিয়তম?
উপদেশ-দাতা তুমি ভাবুকের নয়নে॥

---

* হেলা—জলজ ফুল বিশেষ।

অগ্নিময় রবি-করে, বিতর আপন করে,
সুধা-সিক্ত করি, তারে এই মর ভুবনে।
অক্ষয় যশের ধাম, এ জগতে 'সাধু' নাম,
লভে নর শশধর তব অনুকরণে!



## ধন নহে জ্ঞানই সুখের মূল।



কে বলে সঞ্চয়ি ধন সুখী হয় নর?
সে কেবল মূঢ় অর্থ-পিশাচের ভাণ,
অর্থে ঘটে অহরহ অনর্থ বিস্তর,
একমাত্র জ্ঞান হয় সুখের নিদান।

সত্য বটে রম্য হর্ম্ম্যে ধন প্রয়োজন,
ভামিনীর বিলাসেতে অর্থ-যোগ চাই,
বিভবের রূপান্তর বিবিধ রতন,
সুখের সম্পর্ক কিন্তু কিছু তাহে নাই।

প্রথমতঃ কত ক্লেশ অর্থ উপার্জ্জনে,
পরিশ্রমে পদে পড়ে মস্তকের ঘাম,
অবশ্য ধর্ম্মেরে হয় ঠেলিতে চরণে,
তবে কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হয় মনস্কাম।

মলিন-বসনা, জীব-শোণিত-শোষিণী,
চিন্তা-নিশাচরী,—প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে,
ধনের রক্ষিকারূপে—দিবস যামিনী,
নৃত্য করে ধনীদের মানস মন্দিরে!

লোভের জঠরানল জ্বলে অনিবার,
ক্রমশঃ প্রবলতর, দূরে যায় জ্ঞান,
জগত্ আহুতি পেলে তৃপ্তি নাহি তার,
অচিরে মানবে করে পশুর সমান।

ছিন্ন করে পিতৃ-মাতৃ-স্নেহের শৃঙ্খলে,
দূরে যায় প্রণয়ীর প্রণয়ের হার,
নির্দ্দোষী জনেরো দেহ দলে পদতলে,
ধনের সম্পর্ক হলে রক্ষা নাই আর!

শান্তির অভাবে নিদ্রা নেত্র পরিহরে,
তাই বুঝি দেখে তারা জাগ্রতে স্বপন!
ইন্দ্রিয়ের পথে ভয় সতত বিহরে,
শত্রুময় এ জগত্ ভাবে অনুক্ষণ।

ভোজনেতে নিয়মিত সুবর্ণ ভাজন,
নানা উপাদেয় খাদ্য-জাত-প্রপূরিত,
সুবাসিত সুকোমল শয্যায় শয়ন,
কিন্তু তার চক্ষে যেন বিষ-বিমিশ্রিত!

হায় রে! দারুণ রোগ ধনীর হৃদয়ে,
সমুদ্র করিছে পান, তবু পিপাসার
নাহিক নিবৃত্তি, ক্রমে যায় বৃদ্ধি হয়ে;
সে কি সুখী, এত দুঃখ অন্তরে যাহার?

সম্পদের অপগমে দুঃখ অনিবার,
অন্তরাত্মা জর জর ক্ষোভের প্রভবে,
যার উপার্জ্জনে ক্লেশ ঘটেছে অপার,
তাহার বিয়োগে দুঃখ কেনই না হবে?

এইরূপে ধনেশের মানস-আবাস,
সুখ-বিনিময়ে হয় পিশাচীর স্থান,
ক্ষুব্ধতা, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থ-পরতা, সন্ত্রাস,
বিহরিয়া করে দেব-মন্দিরে শ্মশান!

দীনেরো অন্তরে উঠে দয়ার তরঙ্গ,
ধনার্থীর দুঃখাবলী করিলে শ্রবণ;
তাই বলি দাও মন ও স্বপনে ভঙ্গ।
অন্যত্র কোথাও কর সুখ অন্বেষণ।

যাঁহার ইচ্ছায় ভবে আসিয়াছি আমি,
যাইব আবার চলে ইচ্ছা-বশে যাঁর,
সে ইচ্ছাময়ের হলে ইচ্ছা-অনুগামী,
থাকে কি সংসারে সুখ-অভাব আমার?

জানিতে তাঁহার ইচ্ছা জ্ঞান-যোগ চাই,
অর্থ নহে সে জ্ঞানের প্রাপ্তির সাধন,
জন্মে না খনিতে তাহা, সাগরে না পাই,
কেবল আত্মায় তার লভি দরশন।

জ্ঞান যত লব্ধ হয় তত যায় দূরে
সংসার-বাসনা, মন হয় পরিষ্কৃত,
সুখ-স্বর্গ-ভোগ হয় বসি মর্ত্ত্য-পুরে,
বিভুর প্রসাদে যাহা নিত্য-সুবাসিত।

তখন নির্ঝর-বারি সুখে করি পান,
বন-জাত ফলে সুখে আস্বাদি অমৃত,
সুখে শুনি বিহঙ্গের সুখময় তান,
সমস্ত জগত্ যেন সুখে আপ্লাবিত !

ঘুচে যায় 'আমার' 'আমার' অভিমান,
ইন্দ্রিয়-নিকর হয় সহজে শাসিত,
' আমার ' সম্বন্ধ যত পায় অবসান,
' আমি ' লীন হয় 'মূল আমিতে' নিশ্চিত।

জ্ঞানের নির্ঝরে মন রাখরে যতনে !
করোনা তাহার মুখে মালিন্য নিহিত,
অক্ষয় ধারায় তব ভাবের ভবনে,
নিত্য শান্তি-সুখ-বারি হইবে নিঃসৃত !



# মনের প্রতি উপদেশ।



ওরে মূঢ় মন! শুন শুন শুন,
তোমারে বিনয় করি রে।
পাপের পরশে, যেওনা যেওনা,
সদা ভাব সেই হরিরে॥

এভব সংসার, রণ-রঙ্গ-ভূমি,
ভাবিও দিবা সর্ব্বরী রে।
ওই মহাকাল, তোমারে বাঁধিতে,
রয়েছে সন্ধান করি রে॥

উহারে হেরিয়া, কেঁপনা কেঁপনা,
থর থর থর থরি রে।
হও সাবধান, সংগ্রাম করিতে,
বীরবর-বেশ ধরি রে॥

যাহারা তোমার, দেহ-গেহ-দ্বারে,
রয়েছে হয়ে প্রহরী রে।
তাহাদের প্রতি, রেখরে নয়ন,
কি দিবস বিভাবরী রে॥

বিশ্বাস-ঘাতক, দুরাচার সবে,
তোমার বিশ্বাস হরি রে।
ছলেতে মোহিয়া, গোপনে গোপনে,
প্রদান করিবে অরিরে॥

এই বেলা রাখ, মুখ্য-সেনা-পতি-
পদে জ্ঞানদেবে বরি রে।
তা হলে হেলায়, সংসার-সমরে,
থাকিবে নির্ভয় শরীরে॥

নিত্য কিছু নয়, অনিত্য সকল,
সহচর সহচরী রে।
দিন কত তরে, তাহাদের সনে,
ভবের কাননে চরি রে॥

অপেক্ষা তোমার, করিবেনা কেহ,
সময় হইলে মরি রে!
তবে কেন মিছে, বাড়াও জঞ্জাল,
আমার আমার করি রে?

সুন্দর ভূষণ, কাকের পুরীষ,
দিওনা দিওনা শরীরে।
এই কর যাহে, আলোয় আলোয়,
মায়া-জাল হতে সরি রে॥

দেহের যতন, করোনা করোনা,
সুচারু বসন পরি রে।
ভূতময় দেহ, ভূতের বেগার,
খেটে কেন কাল হরি রে?

অবশ্য একদা, হইবে যাইতে,
এ শরীর পরিহরি রে।
কঞ্চুকে যেমন, ত্যজয় কঞ্চুকী,
কানন-মৃত্তিকা'পরি রে॥

পরের অহিতে, কখনো যেওনা,
দ্বেষের জ্বরেতে জ্বরি রে।
দম্ভের অনলে, ধর্ম্মের আহুতি,
দিওনা নিষেধ করি রে॥

নয়নে হেরোনা, পরের রমণী,
হইলেও বিদ্যাধরী রে।
রূপ নহে তার, শরীর দহিবে,
ঘোর কাল বিষধরী রে॥

ওই যে ভ্রমিছে, সংসার-কাননে,
অহঙ্কার মত্ত করী রে।
জ্ঞানের শৃঙ্খলে, সুদৃঢ় বন্ধনে,
বাঁধহ যতনে ধরি রে॥

প্রলোভন-জাল, পাতিয়া দুরাশা
আছে, কাল নিশাচরী রে।
ওই মায়া ফাঁদে, বাড়া'ও না পদ,
ভ্রমেতে কভু বিচরি রে॥

সাধু-সহবাস, ( মহৌষধ ভবে, )
করহ সদা আদরি রে।
ভাবিওনা' সুখ, কভু কটুভাষে
পরের হৃদি বিদরি রে॥

পার্থিব সুখের, বিয়োগ হইলে,
উঠনা যেন শিহরি রে।
কি ক্ষতি তোমার, যার ধন সেই
লয় যদি পুনঃ হরি রে?

কুসুমের মত, ভবের উদ্যানে,
সৌরভ-ধনে বিতরি রে।
চল চল তরি, বিপদ-সাগর
বাহিয়া বিবেক-তরি রে॥

দুঃখের আগার, এই কারাবাস-
হতে সুখে অপসরি রে।
করিব দর্শন, প্রেমের স্বরূপে,
তোমার নয়ন ভরি রে॥

তুমি যদি হও, আমার সহায়,
তবে আর কারে ডরি রে ?
বিপক্ষ-নয়নে, নিক্ষেপিয়া ধূলি,
অবহেলে ভব তরি রে ?

তাই বলি মন ! শুন শুন শুন,
তোমারে বিনয় করিরে ।
পাপের পরশে, যেওনা যেওনা,
সদা ভাব সেই হরিরে !

---

সম্পূর্ণ

*Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Road, Calcutta.*